Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতবাদ পচারে আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রঙ্গিলা খাতুন

রোলঃ 228020575

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতবাদ পচারে আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রঙ্গিলা খাতুন

রোলঃ 228020575

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতবাদ পচারে আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রঙ্গিলা খাতুন, আইডিঃ 228020575 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতবাদ পচারে আমাদের করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রঙ্গিলা খাতুন

আইডিঃ 228020575

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعمانلا، من يهده اهلل فال مضل هل، ومن يضلل
فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن
وصفيه وخليله وخريته نأ،من خلقه، بعثه اهلل حممداًعبده ورسوهل
،باهلدى ودين احلق بني يدي الساعة بشرياًونذيراً، فبلَّغ الرسالة
وأدّى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حقّاجلهاد حىت أتاه
ايلقني وهو ىلع ذلك، فصلَّاهلل عليه وىلع آهل وصحبه ومن اتبع
:بإحسان سُنَّته إىل يوم ادلين، أما بعد

নিশ্চয়ই প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি এবং তারই কাছে সাহায্য চাই তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্ট থেকে কার্যদির অশুভ পরিণত থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি একথায় সাক্ষ্য প্রমাণ করছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি একক তার কোন শরিক নেই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুল (স:)তার দোস্ত এবং বন্ধু। সৃষ্টিকারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার সত্য দিন দিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সংবাদদাতা ওসতর্ককারী পাঠিয়েছেন। তিনি রিসালাতের মহান দায়িত্ব যথা যত রীতিমতো পালন করেছেন। এবং আল্লাহর থেকে তার অর্পিত যথা রীতি পালন করেছেন। এবং উম্মতকে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এবং তার মৃত্যু আশা পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন তারই উপরে তিনিপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি পরিবার-পরিজনের সাহাবায়ে কেরাম কেয়ামত পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে তার সুন্নত অনুসরণ করবে এবং তাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল করুন আমিন। (কপি)

ঈমান কি

ঈমান এক পবিত্র বৃক্ষ, যার শিকর থাকে গভীরে এবং অন্তর জগত ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহি রাঙ্গের সর্বোত্তম। এভাবে দেহের সঙ্গে যেমন আত্মার সম্পর্ক, তেমনি কর্মের সঙ্গে বা আমলের সঙ্গে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তেমনি পরিপূর্ণ ঈমান বলতেও বোঝায় বিশ্বাস ও কর্মের সামস্টিক রূপকে। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তিক আনীত যাবতীয় বিষয় মনে - প্রানে বিশ্বাস করে নেওয়ার পর সেগুলোকে কর্মে প্রতিফলিত করার নামই পূর্ণাঙ্গ ঈমান। একটি বৃক্ষ যেমন তার ডালপালা ও পত্র -পল্লব নিয়েই পূর্ণাঙ্গ হয় এবং এসবের বিয়োগ - বিয়োজন দ্বারা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি ঈমান ও আনুষঙ্গিক বিষয় দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে এবং অনুপস্থিতিতে ঈমান অপূর্ণ থেকে যায় । তাওহীদ, রিসালাত, খতমে নবুওয়াত,আল্লাহর কালাম রূপে কুরআনের সত্যতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস সে জরুরিয়াতে দিনেরই একেকটা শিরোনাম। যে কেউ এসবের কোন একটি বিষয় থেকে সরে যাবে বা তার প্রচলিত অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা দিবে, অনিবার্যভাবে তার ঈমান ও বাতিল হয়ে যাবে। তার ঈমানহারা হওয়ার মধ্য কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমের আয়াতে বলেছেন:

(وَ مَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡہَوٰی(۳:

ওয়ামা-ইয়ানতিকু‘আনিল হাওয়া-।

এবং সে মনগড়া কথা বলেনা।সামনের আলোচনায় আমরা বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কাদিয়ানী ধর্মমত ইসলামের সঙ্গে এই ধর্ম মতের অনুসারী গন মুসলমান নয় :বরং ধর্মগোষ্ঠী। মির্জা আআহমেদ একজন বানোয়াট নবী দাবিদার যে নিজেই বলে আমি আখেরি নবী নাউজুবিল্লাহ। ঈমানের যাবতীয় বিষয় তথা এবং ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ নিহিত একটি মাত্র কথায়। তা হল কালেমায়ে তাইয়্যেবা -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ --আল্লাহ ছাড়া কোন ও মাবুদ নেই, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আন্তরিকভাবে এ কথার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ যেভাবে মুমিন হতে পারে, তেমনি এর মাধ্যমে আরো অনেক স্বীকারোক্তিও দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ তালাই ইবাদতের উপযুক্ত, তখন তিনি যে বিধি-বিধান সম্মলিত কোরআন নাজিল করেছেন তাও সত্য ।

সেগুলো তারই কালাম মানবসৃষ্ট কোন কিছু নয়। এমনিভাবে আপনি যা কিছু বলেছেন সত্যনিষ্ঠ। যে সকল কিতাব মানুষের কাছে যারা পৌঁছেছেন, ফেরেশতাগণও সত্য এবং মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে আল্লাহ যে মানুষদের নির্বাচন করেছেন, সে সকল নবী ও রাসূলও সত্য তাদের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। এবং কালিমা তৈয়্যেবার স্বীকারোক্তি এ সকল বিষয় অবধারিত করে

ঈমানের পরিচয়

ইমানের পরিচয়
"ইমান" (إِيمان) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ বিশ্বাস বা দৃঢ় আস্থা। ইসলামী পরিভাষায় ইমান হলো—আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকালের জীবন, তাকদীর (ভাল-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইত্যাদিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা এবং তা অন্তরে গ্রহণ ও মুখে স্বীকার করা।

১.আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
২.ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস
৩.আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস (যেমন :তাওরাত.যবুর. ইঞ্জিল কোরআন.)
৪.নবী ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস
৫.আখিরাত ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস
৬.তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস ভালো বা মন্দ যা কিছু ঘটে. তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে হয়।

ঈমান মানুষের চরিত্র ও আচার-আচরণকে শুদ্ধ করে।

আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে।

ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উৎপাত শুরু যখন থেকে

বৃটিশ সরকারের বিশ্বস্ত এজেন্ট ও তাদের দাঁড় করানো নবী
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেন, “অতএব আমার ধর্ম- যা আমি বারবার প্রকাশ করছি যে, ইসলামের দুইটি অংশ। ১. আল্ল¬াহর আনুগত্য। ২. এই (বৃটিশ) সরকারের আনুগত্য।” (রূহানী খাযায়েন ৬/৩৮০)
“হে মহামতি ভারত সম্রাজ্ঞী!...আপনার পবিত্র আকাক্সক্ষার ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন।” (প্রাগুক্ত ১৫/১২০)
তিনি নিজের সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সাক্ষী তুলে ধরেন এভাবে- “সে (মির্যা) পূর্ব থেকেই ইংরেজ সরকারের পূর্ণ হিতাকাঙ্খী ও সেবক।” অতঃপর বলেন, (তাই) “নিজেদের এই

রোপনকৃত চারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধীরতা, সতর্কতা ও অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নিবেন।" (মাজমূআয়ে ইশতিহারাত ৩/২১)

"আমার জীবনের অধিকাংশ সময় এই ইংরেজ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় কাটিয়েছি। জিহাদের বিরোধিতা আর ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বই ও প্রচারপত্র লিখেছি যে, ৫০টি আলমারি ভরে যাবে।" (রূহানী খাযায়েন ১৫/১৫৫)

"আমি ইংরেজ সরকারের সেবায় ৫০ হাজার বই-পুস্তক ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করেছি।" (প্রাগুক্ত ১৫/১১৪)

"এই (বৃটিশ) সরকারের অধীনে যে নিরাপত্তা পাচ্ছি, তা মক্কায় পাব না; মদীনায়ও না।" (প্রাগুক্ত ১৫/১৫৬)

"বৃটিশ সরকারের অবাধ্যতা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার নামান্তর।" (প্রাগুক্ত ৬/৩৮১)

"আমি দাবি করে বলছি, সকল মুসলমানের মধ্যে আমি ইংরেজ সরকারের প্রথম স্তরের হিতাকাঙ্খী।" (প্রাগুক্ত ১৫/৪৯১)

"... বিশেষত আমার অনুসারীরা বৃটিশ সরকারের এমন নির্ভেজাল হিতাকাঙ্খী, যার নযীর মুসলমানদের মাঝে নেই। এবং ওরা সরকারের এমন ওফাদার সৈন্য, যাদের শরীর ও অন্তর বৃটিশ সরকারের হিতাকাঙ্খীতায় পরিপূর্ণ।" (প্রাগুক্ত ১২/২৬৪)

বিভিন্ন দেশ, আদালত ও প্রতিষ্ঠানকর্তৃক অমুসলিম ঘোষণা

১. সিরিয়া ১৯৫৭ সালে, মিসর ১৯৫৮ সালে এবং পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেম্বলী ১৯৭৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এভাবে সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, কাতারসহ বহু দেশ তাদের কাফের ঘোষণা করেছে।

২. ১৯৭৪ সালের ৬-১০ এপ্রিল সৌদি সরকারের পরিচালিত ইসলামী সংস্থা 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামি'র তত্ত্বাবধানে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে ইসলামী বিশ্বের ১৪৪টি সংগঠনের প্রতিনিধিগণের সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের কাফের ও অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।

৩. মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন ও.আই.সি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

৪. লাহোর হাইকোর্ট, সম্মিলিত শরয়ী আদালত এবং পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করে।

৫. স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি মাননীয় 'শ্রী নামভাট যোশী' ১৯৬৯ সালের ২৮৮ নম্বর মামলার রায়ে বলেন, "যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদকে মান্য করে তাকে কখনো মুসলমান বলা যায় না"।

যৌক্তিক বিচারে অমুসলিম ঘোষণা ও ইজতেমা বন্ধের দাবি

৯০ শতাংশ মুসলমানের এদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা যেমন বাংলাদেশের নাগরিক, তেমনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ দেশের নাগরিক। দেশের

প্রচলিত আইন অনুসারে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যতটুকু নাগরিক অধিকার ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ও ততটুকু নাগরিক অধিকার ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা নিয়ে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করুক- এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে তা তাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে হতে হবে, মুসলমান পরিচয়ে নয়। আর তাদের কুফরী মতবাদকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়া এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে একান্ত ইসলামী পরিভাষা যেমন কালিমা, নামায, রোযা, মসজিদ ও আযান-ইকামত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া ইসলামের দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ বেআইনী ও জঘন্যতম অপরাধ।

সুতরাং কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলিক আকীদা রক্ষার আন্দোলন তো অবশ্যই, ধর্মীয় অধিকারের বিষয়ও বটে।

তাছাড়া কাদিয়ানীরা অমুসলিমরূপে ঘোষিত ও চিহ্নিত না হলে তাতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন:

১. তাদের রচিত ও প্রকাশিত বইপত্রকে মুসলমানদের লেখা বই-পুস্তকের মত মনে করে সাধারণ মানুষ পাঠ করে বিভ্রান্ত হয় এবং নিজেদের ঈমান হারিয়ে বসে।

২. তাদের উপাসনালয়কে মসজিদ মনে করে সেখানে নামায আদায় করে ধোঁকায় পড়ছে এবং অজান্তে তাদের ইবাদত বিফলে যাচ্ছে।

৩. কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারী কোনো ব্যক্তি মুসলমানের ইমাম সেজে ৫. তারা মুসলমান নামে পরিচিত হওয়ার কারণে অনেক মুসলমান তাদের সাথে মুসলমানের মত আচার-আচরণ ও চলাফেরা করে। অথচ তাদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক হওয়া উচিত এমনই, যেমন কোনো অমুসলিমের সাথে হয়ে থাকে।

৬. অনেক সাধারণ মুসলমান কাদিয়ানীদের মুসলমান মনে করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে আজীবন ব্যভিচারের গুনাহে লিপ্ত থাকে।

৭. কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বী গরীবকে যাকাত দিয়ে অনেক মুসলমানের যাকাতের ফরয বিধান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৮. যে কোনো কাফের তথা অমুসলিমের জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ নিষেধ। অথচ কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলিম পরিচয় দিয়ে হজ্ব ও চাকরির নামে সৌদি আরবে গিয়ে হারাম শরীফে প্রবেশ করে তার পবিত্রতা নষ্ট করার সুযোগ পাচ্ছে।

অতএব সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের জোর দাবী হল:-

১. বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও অনতিবিলম্বে কথিত 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত' তথা কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে সংখ্যালগু অমুসলিম ঘোষণা করা হোক।

২. তাদের জন্য ইসলামী পরিভাষাসমূহ যেমন: কালিমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও মসজিদ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হোক।

৩. আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য তথাকথিত ইজতেমা বন্ধ ঘোষণা করা হোক।তাদের ঈমান-আমল নষ্ট করতে পারে।
৪. তারা মুসলমান পরিচয়ে নিজেদের মতবাদ-মতাদর্শ প্রচার করলে তাতে সাধারণ মুসলমান তাদের মুসলমানেরই একটি দল মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে নিজেদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঈমান হারানো আশংকা রয়েছে।

তার রহমতাল্লিল হয়ে আসা

কুরআন মাজিদের উপর এক আয়াতে তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন।

> "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي

হে নবী তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছে। সূরা আম্বিয়া(আয়াত ১০৭)

তিনি বিশ্বজগতের সকলের জন্য নবী বলেই সকলের জন্য রহমত।

এখানে রহমত দারা নবুওয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে যে, তারা যে বলছে, কোরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল মক্কা বা তায়েফের কোন বড় ব্যক্তির উপরে, তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে আর কাকে দান করা হবে না, এর ফায়সালা করার অধিকার তাদেরই। আসলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কোন সম্পদশালী ব্যক্তি কিংবা গোত্রিয় নেতা না হওয়ায় তাকে নবী মানতে ধনী ও সর্দার কিসিমের লোকদের অহমিকায় বাদ ছিল । তা তারা মন্তব্য করেছিল,

,,কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না কেন,,
সূরা যুখরুফ (৪৩),আয়াত ৩১

﴿فَلَمَّا جَآءَہُمۡ بِاٰیٰتِنَاۤ اِذَا ہُمۡ مِّنۡہَا یَضۡحَکُوۡنَ ﴿۴۷
ফালাম্মা-জাআহুম বিআ-য়া-তিনাইযা হুম মিনহা-ইয়াদহাকূন।
সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, করতে লাগল।দুটিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বলল,

এই দুই শহরের কোন বিত্তবান সরদারের উপরেই কোরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিলো। এরই জবাবে আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াত নাজিল করেন।

اَہُمۡ یَقۡسِمُوۡنَ رَحۡمَتَ رَبِّکَ ؕ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَیۡنَہُمۡ مَّعِیۡشَتَہُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ رَفَعۡنَا بَعۡضَہُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعۡضُہُمۡ بَعۡضًا سُخۡرِیًّا ؕ وَ رَحۡمَتُ رَبِّکَ خَیۡرٌ مِّمَّا یَجۡمَعُوۡنَ ﴿۳۲﴾

আহুম ইয়াকছিমূনা রাহমাতা রাব্বিকা নাহনুকাছামনা-বাইনাহুম মা‘ঈশাতাহুম ফিল হায়া-তিদ্দুনইয়া-ওয়া রাফা‘না-বা‘দাহুম ফাওকা বা‘দিন দারাজা-তিল লিইয়াত্তাখিযা বা‘দুহুম বা‘দান ছুখরিইইয়াওঁ ওয়া রাহমাতুরাব্বিকা খাইরুম মিম্মা-ইয়াজমা‘ঊন।
তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

সূরা যুখরুফ (৪৩), আয়াত ৩২

এর দ্বারা আল্লাহতালা জানিয়ে দেন যে,রহমত তথা নবুওয়াত মানুষের এখতিয়ারধীন বিষয় নয় যে,তারা তাদের পছন্দমত নবী বানানোর ফরমায়েশস করবে। এটা সম্পূর্ণই আল্লাহতালার ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে চান নবী বানিয়ে পাঠান। সেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী করে পাঠিয়েছেন। সারা বিশ্বের সকলের জন্য তার রহমত হয়ে আসাটা সর্বশেষ নবী হয়ে আসাই বটে

দিনকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ

দিনকে পূর্ণাঙ্গ করার অর্থ কেয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় দিনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান পরিপূর্ণ করে দেওয়া। কুরআন মাজিদের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আনহু থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভ করার জন্য যা কিছু নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান মেনে চলা প্রয়োজন, তা সবই ইসলামী শরীয়াতে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো দেয়া হয়েছে বিস্তারিত খুঁটিনাটিসহ আর অনেকগুলো দেয়া হয়েছে মৌলিক আকারে। কুরআন হাদিসের আলোকে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেওয়া উলামা ও ফুকাহার দায়িত্ব । মূলনীতি আকারে কিম্বা বিস্তারিত রূপে কুরআন সুন্নাহ যেসব বিধান দেয়া হয়েছে তাএমনি পূর্ণাঙ্গ যে,পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সব রকম পরিস্থিতিতেই তা প্রযোজ্য এবং পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে। কোন কালে কোন অবস্থায় কোন কিছু বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন নেই । এর আগে দুনিয়ায় যত নবী ও রাসূল এসেছেন, তারা বিশেষ অঞ্চল গুষ্টির কাছে এসেছিলেন।

তাদের প্রত্যেকেই এসেছিলেন সেই বিশেষ অঞ্চল গুষ্টির লোকদের জন্য প্রযোজ্য বিধান নিয়ে :যারা সারা বিশ্বের সকল জাতির গুষ্টির জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতে বলেছেন।

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ رُسُلًا اِلٰی قَوۡمِہِمۡ فَجَآءُوۡہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ فَانۡتَقَمۡنَا مِنَ الَّذِیۡنَ اَجۡرَمُوۡا ؕ وَ کَانَ حَقًّا عَلَیۡنَا نَصۡرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۴۷﴾

ওয়া লাকাদ আরছালনা-মিন কাবলিকা রুছুলান ইলা-কাওমিহিম ফাজাউহুম বিল বাইয়িনাতি ফানতাকামনা-মিনাল্লাযীনা আজরামূ ওয়া কা-না হাক্কান ‘আলাইনা-নাসরুল মু’মিনীন।

আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু’মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

সূরা রুম(৩০),আয়াত ৪৭

,,এই আয়াতের সাধারণভাবে পরবর্তী সকল নবী ও রাসূলকে তাদের আপন আপন সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবেও একথা বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আছে যেমন হযরত নুহআলাই সালাম সম্পর্কে আল্লাহতালা বলেছেন,,

لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِہٖ فَقَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ ؕ اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۵۹﴾

লাকাদ আরছালনা-নূহানইলা-কাওমিহী ফাকা-লা ইয়া-কাওমি‘বুদুল্লা-হা মা-লাকুম মিন ইলা-হিন গাইরুহূ ইন্নীআখা-ফু‘আলাইকুম ‘আযা-বা ইয়াওমিন ‘আজীম।

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

সূরা আরাফ(৭),আয়াত৫৯

এখানে বুঝতে পারি পৃথিবীতে যত নবী এসেছে প্রত্যেকটা জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তাআলা এক একটি নিদর্শন নিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহতালার আনুগত্য করার জন্য।

নবুওয়াত ও রিসালাত ভুবনের সূর্য

যুগে যুগে আল্লাহতালা বহু নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। তাদের একেক জন দ্বারা একেক জাতি একেক অঞ্চলকে হেদায়েতের পথ দেখানো হয়েছে। যেন তাদের প্রত্যেকে ছিলেন তাদের দেশ ও জাতির জন্য একেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে যেহেতু সারা বিশ্বের সর্বকালের হয়েছে তাই তিনি যেন নবুয়াতি ভুবনের সমুউজ্জ্বল সূর্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতে বলেন।

﴿يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ﴿۴۵
ইয়াআইয়ুহান্নাবিইয়ুইন্নাআরছালনা-কা শাহিদাওঁ ওয়া মুবাশশিরাওঁ ওয়া নাযীরা-।
হে নাবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসাবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে
–

﴿وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذۡنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيۡرًا ﴿۴۶
ওয়া দা-‘ইয়ান ইলাল্লা-হি বিইযনিহী ওয়া ছিরা-জাম মুনীরা-।
আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।

সূরা আহযাব (৩৩),আয়াত ৪৫-৪৬

সুতরাং কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মানবজাতির জন্য হেদায়েতের সূর্যস্বরূপ। সূর্যের উপস্থিতিতে যেমন অন্য কোন আলোর প্প্রয়োজন নেই। সূর্যের বর্তমানে যেমন দরকার হয় না, তার আগমনের পর আর কোন নবী পাঠানোর দরকার নাই। এই কারণেই তিনি হতা খতামুন- নাবিয়্যীন। তার মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলা সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে কাউকে নবী করে পাঠানো হবে না।

মুসা নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা দিন ও শরিয়াতকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া ও সোনা দাড়ায় স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে,দুনিয়ায় আর কাউকে নবী করে পাঠানোর প্রয়োজন বাকি নেই। এই অবস্থায় কেউ যদি নিজেকে নবী বলে দাবি করে, সে যেন অকার্যকর করে দেয়। সে যেন প্রকারান্তরে দাবি করেছে -দিন আসলে পরিপূর্ণ করা হয়নি,তাতে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে, যা দ্বারা পূর্ণ করা হবে, নাউজুবিল্লাহ। এরূপ দাবীদারের বেইমান হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহর অবকাশ থাকতে। দীর্ঘহীনতা ভাবেই সে দাবি করেছেন। তিনি নিজেকে নবী বলে প্রচার করেছেন। তার অনুসারী গণতাকে নবী বলে বিশ্বাস করে থাকে। কাজেইতিনি ও তার অনুসারীগণ যে ইসলামের গণ্ডি থেকে খালি

তো হয়ে গেছেন এবংতারা যে অমুসলিমদের কাতারে চলে গেছেন, সে ব্যাপারে কোন মুসলিমের মনে সন্দেহ থাকতে পারে কি?

সমস্ত মানুষের জন্য তার বাঁশির ও নাজির হয়ে আসা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, সর্বশেষ নবী আমরা তা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত মানুষের জন্য বাসির (সুসংবাদদাতা) ও নাজির(সতর্ককারী) সাব্যস্ত করেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়াল -

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۸

ওয়ামাআরছালনা-কা ইল্লা-কাফফাতাল লিন্না-ছি বাশীরাওঁ ওয়ানাযীরাওঁ ওয়ালা-কিন্না আকছারান্না-ছি লা-ইয়া‘লামূন।

আমিতো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও
সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।

সূরা সাব(৩৪),আয়াত ২৮

,, আর আলামিন অর্থাৎ জগতসময়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষ ও জিন জাতি। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম উভয় জাতির প্রতি পেরিত হয়েছেন এবং তিনি তাদের জন্য সতর্ককারী। আর তিনি হলেন নবীদের পরিসমাপ্তিকারী। কুরআন মাজিদের সাধারণ পরিভাষায় নাজির ও বাঁশির (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী) দারা নবী রাসুলকেই বোঝানো হয়ে থাকে।এ উপাধি দুটি নবী রাসুলের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা নিসাঈ হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম, হযরত আইয়ুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, প্রমুখ নবী রাসুলের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

এসকল নবী-রাসূল ছিলেন অঞ্চল ভিত্তিক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাকে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল তিনি কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নবী।

কুরআন মাজিদে এরকম আরো বহু আয়াত আছে, যা দারা সরাসরি বা ইশারা ইঙ্গিতে তার সার্বজনীন ও সর্বকালীন নবী হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। কাজেই কেয়ামত পর্যন্ত সারা

বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য তার অনুসরণ করা এবং আনীত দিন ও শরীয়ত মেনে চলা। তিনি যেহেতু বিশ্বনবী তাই তাকে যে দিন ও শরিয়াত দেয়া হয়েছে তা সারা বিশ্বের সমস্ত

মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। কেয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সকল মানুষের প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নির্দেশনা তার নিয়ে আসা দিনের মধ্যে রয়েছে।

তার আগমনের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সমান কার্যকর। পরিপূর্ণ এই হিসেবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই নির্দেশনা ও বিধিবিধান দিনের মধ্য বিদ্যমান আছে। মোটকথা সর্ববিধ পরিপূর্ণতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নবুওয়াতের সূর্যস্বরূপ যার আলোয় সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত।

আগের সমস্ত নবী থেকে শেষ নবী সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবির্ভাব কাল থেকে সর্বকালের সর্ব জানের নবী, তাই আল্লাহতালার পক্ষ থেকে তার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্য একটা ব্যবস্থা হচ্ছে অন্য সব নবী ও রাসুল থেকে তার বিষয়ে। এর আগে দুনিয়ায় যত নবী রাসুল এসেছেন তাদের সকলের থেকে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তার সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে নিজ নিজ উম্মতকে ওসিয়ত করে যাওয়ার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

যেমন :আল্লাহতালা কুরআনে আয়াতে বলেছেন -

وَ اِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِیۡثَاقَ النَّبِیّٖنَ لَمَاۤ اٰتَیۡتُکُمۡ مِّنۡ کِتٰبٍ وَّ حِکۡمَۃٍ ثُمَّ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنۡصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقۡرَرۡتُمۡ وَ اَخَذۡتُمۡ عَلٰی ذٰلِکُمۡ اِصۡرِیۡ ؕ قَالُوۡۤا اَقۡرَرۡنَا ؕ قَالَ فَاشۡهَدُوۡا وَ اَنَا مَعَکُمۡ مِّنَ الشّٰهِدِیۡنَ ﴿۸۱﴾

ওয়া ইযআখাযাল্লা-হু মীছা-কান্নাবিইয়ীনা লামা আ-তাইতুকুম মিন কিতা-বিওঁ ওয়া হিকমাতিন ছু ম্মা জাআকুম রাছূলুম মুসাদ্দিকুল লিমা-মা'আকুম লাতু'মিনুন্না বিহী ওয়ালাতানসুরুন্নাহু কা-লা আ আকরারতুম ওয়া আখাযতুম 'আলা-যা-লিকুম ইসরী কালূ আকরারনা-কা-লা ফাশহাদূ ওয়া আনা মা'আকুম মিনাশশা-হিদীন।

এবং আল্লাহ যখন নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেনঃ তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল - আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

সূরা আলে ইমরান (৩) আয়াত ৮১

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবীগণের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তাদের সকলের পরে যে সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব হবে তারা যেন নিজেরাও তার উপর ঈমান আনেন উম্মতকেও তার উপর ঈমান আনার করার নির্দেশ দিয়ে যান।
প্রত্যেক নবী এই অঙ্গীকার অনুযায়ী আপন আপন উম্মতকে শেষ নবী সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং তার প্রতি ঈমান আনার ওসিয়ত
করেছিলেন।

সুতরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাঃ এর আবির্ভাব সম্পর্কে নিজ উম্মতকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন,

কুরআন মাজিদের সুস্পষ্টভাবেই তা বর্ণিত হয়েছে।
وَوَ اِذۡ قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰہِ اِلَیۡکُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ
﴿وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوۡلٍ یَّاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِی اسۡمُہٗۤ اَحۡمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ قَالُوۡا ہٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ ﴿۶
ওয়া ইযকা-লা ‘ঈছাবুন মারইয়ামা ইয়া-বানীইছরাঈলা ইন্নী রাছূলুল্লা-হি ইলাকুম মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইইয়া মিনাত্তাওরা-তি ওয়া মুবাশশিরাম বিরাছূলিইঁ ইয়া’তী মিম বা‘দিছমূহূআহমাদু ফালাম্মা-জাআহুম বিলবাইয়িনা-তি কা-লূহা-যা-ছিহরুম মুবীন।
স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বললঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগলঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু।

সূরা সাফ (৬১) আয়াত ৬

সকলেরই জানা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর এক নাম আহমাদ।

তিনি এক হাদীসে এরশাদ করেন -

,,আমার কয়েকটি নাম আছে। আমি মোহাম্মদ, আমি মাহি (বিলোপকারী) আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুফরের বিলাপ সাধন করবেন,
আমি হাশির (সমবেতকারী), সমস্ত মানুষকে পিছন পিছন সমবেত করা হবে আমি আকিব(সর্বশেষ নবী)।

সহীহ বুখারী, হাদিস নাম্বার ৪৮৯৬,,, সহীহ মুসলিম, হাদিস নাম্বার ২৩৫৪

খ্রিস্টান জাতি ইনজিল শরীফ কে বিকৃতি করে ফেলেছে না হয় এ কিতাব সুস্পষ্টভাবেই সুসংবাদের উল্লেখ ছিল। কুরআন মাজিদের বক্তব্য দারাও তা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اَلَّذِيۡنَ يَتَّبِعُوۡنَ الرَّسُوۡلَ النَّبِىَّ الۡاُمِّىَّ الَّذِىۡ يَجِدُوۡنَهٗ مَكۡتُوۡبًا عِنۡدَهُمۡ فِى التَّوۡرٰٮةِ وَ الۡاِنۡجِيۡلِ ۡ يَاۡمُرُهُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهٰٮهُمۡ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ الۡخَبٰٓـئِثَ وَ يَضَعُ عَنۡهُمۡ اِصۡرَهُمۡ وَ الۡاَغۡلٰلَ الَّتِىۡ كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِهٖ وَ عَزَّرُوۡهُ وَ نَصَرُوۡهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗ ۤ ۙ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾ ٪

আল্লাযীনা ইয়াত্তাবি‘উনার রাছূলান্নাবিইয়াল উম্মিইয়াল্লাযী ইয়াজিদূ নাহূমাকতূবান ‘ইনদাহুম ফিততাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ইয়া’মরুহুম বিলমা‘রূফি ওয়া ইয়ানহা-হুম ‘আনিল মুনকারি ওয়া ইউহিল্লুলাহুমুততাইয়িবা-তি ওয়া ইউ হাররিমু‘আলাইহিমুল খাবাইছা ওয়া ইয়াদা‘উ ‘আনহুম ইসরাহুম ওয়াল আগলা-লাল্লাতী কা-নাত ‘আলাইহিম ফাল্লাযীনা আমানূবিহী ওয়া ‘আঝঝারুহু ওয়া নাসারুহু ওয়াত্তাবা‘উন নূরাল্লাযী উনঝিলা মা‘আহূ উলাইকা হুমুল মুফলিহূন।
যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের

নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।

সূরা আরাফ(৭),আয়াত ১৫৭

এত দ্বারা বোঝা যায়, যে আমলে কোরআন নাজিল হয়েছিল তখনো তাওরাত সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই ভবিষ্যদানি লেখা ছিল।

মনগড়া নবুওয়াত দাবি কোথাতে বিশ্বাস।

নবুয়াত একান্তই আল্লাহতালা নির্বাচিত বিষয়। এটা কেউ নিজ সাধনা ও যোগ্যতা বলে অর্জন করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিতে বলেছেন :

وَ اِذَا جَآءَتۡهُمۡ اٰيَةٌ قَالُوۡا لَنۡ نُّؤۡمِنَ حَتّٰى نُؤۡتٰى مِثۡلَ مَاۤ اُوۡتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕۘؔ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيۡبُ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا صَغَارٌ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا كَانُوۡا يَمۡكُرُوۡنَ ﴿۱۲۴﴾

ওয়া ইযা-জাআতহুম আ-য়াতুন কা-লূলান নু’মিনা হাত্তা-নু’তা-মিছলা মা-উতিয়া রুছুলুল্লা-হ । আল্লা-হু আ‘লামুহাইছুইয়াজ‘আলুরিছা-লাতাহূ ছাইউসীবুল্লাযীনা আজরামূসাগা-রুন ‘ইনদাল্লা-হি ওয়া ‘আযা-বুন শাদীদুম বিমা-কা-নূইয়ামকুরূন।
তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলেঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্ত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

সূরা আন, আম (৬) আয়াত ১২৪

বস্তুত নবুয়াত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। বান্দাদেরকে সত্য সঠিক পথ দেখানোর জন্য তিনি যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী রাসুলগণ আল্লাহতালার মনোনীত নির্বাচিত। কেউ নিজের ইচ্ছা নবুওয়াত লাভ করতে পারেননি। এটা সাজানো লব্ধ বিষয় নয়। নিজ চেষ্টাও সাধা দারা কেউ নবী হতে পারে না। কেউ কখনো তা হতেও পারেনি। আল্লাহতালা যাকে যাকে মনোনীত করেছেন, কেবল তারাই নবী ও রাসূল হয়েছেন। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস এটি খুব পরিষ্কার। কুরআনে হাদিস এই বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই। উম্মতের উলামা ও মুহাদ্দিসগণ আমাদের সামনে তা অধিকতর স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

। । ।

হাদিস ও মুহাদ্দিসিন এর বক্তব্যের আলোকে নবুওয়াত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে উত্তম পথ গ্রন্থা, তরিকা পান্তাবলম্বনেতের ২৫ ভাগের এক ভাগ।

সুনানি আবু দাউদ, হাদিস নাম্বার ৪৭৭৬,

,,হাদিসটির অর্থ এই নয় যে, নবুয়াত ভাগ হয় এবং এও নয়, যে ব্যক্তি এই গুণাবলী অর্জন করবে তার মধ্যে নববাতের অংশ থাকবে। কেননা নবুয়াত কাশবি (সাধনা দারা অর্জনযোগ্য)

নয় এবং উপায় উপকরণ এর মাধ্যমে হস্তগত করা সম্ভব নয়। তাইতো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সম্মাননা ও বিশেষ দান। নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকে সম্মানিত করেন। আর আল্লাহ ভালো জানেন কার উপর ন্যস্ত করবেন। ইতিমধ্যে নবুওয়াতের দ্বারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেছে।

আল্লামা ভাগাবি রহ.এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন : হাদীসটির অর্থ এই নয় যে, নবুয়াত বিভাজনযোগ্য এবং এও নয়, যে ব্যক্তি গুণাবলী অর্জন করবে সে নবী হয়ে যাবে। কেননা নবুওয়াত আসবে নয় :বরং তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সম্মাননা স্বরূপ। তিনি তার বান্দাদের মত যাকে ইচ্ছে করেন তাকে এর দ্বারা বিশিষ্ট করেন আর আল্লাহ অধিক অবগত কোন পাত্রে তিনি তার রিসালাত স্থাপিত করবেন।

শুরহস সুন্নাহ লিল বাগবী,খ,৪, ১০৪,

নবুওয়াতকে যারা   কাসবি মনে করে তাদের সম্পর্কে শরয়ী সিদ্ধান্ত

আল্লামা শামসুদ্দিন সাফারীনী রহ.বলেন:

মোটকথা নবুয়াত হল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ দানএবং আল্লাহর এমন এক নেয়ামত যা তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন। তিনি নবুওয়াতের মাধ্যমে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। যেখানে কেউ নিজ ইলমের মাধ্যমে পৌঁছাতে পারেনা এবং এই চেষ্টায়এর উপযুক্ত হতে পারেনা। কারো পক্ষে নিজবুজুর্গি দারাএটা অর্জন সম্ভব নয়। বরং আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে করেন তাকে বিশেষভাবে এটা দিয়ে থাকেন। কেউ যদি মনে করেন নবুওয়াত কাশবি অর্থাৎ সাধনা ধারা অর্জন যোগ্য বিষয়, তবে যিনদীক।তাকে হত্যা করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা তার কথা ও বিশ্বাসের ফল দাঁড়ায় যে, নবুয়ত ধারা কখনোই। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও মুতাওয়াতির হাদিস জানাচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী।

১০৫.লাওয়ামিয়ূল আনওয়ারিল বাহিয়্য, খ.২.পৃষ্ঠা ২৬৮

কাযী ইয়ায রহ.তাকফীরের (কাফের সাব্যস্ত করনের) বিভিন্ন কারণ আলোচনার প্রসঙ্গে বলেন :

,,অথবা কেউ যদি নিজের সম্পর্কে নবুওয়াতের দাবি করে কিংবা অন্তরের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তা অর্জন করা এবং সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে সম্ভব মনে করে, যেমনটা দার্শনিকগণ ওগোড়া সুফিবাদিগণ মনে করে থাকে, এমনিভাবে কেউ যদি দাবি করে তার কাছে ওই আসে যদিও নিজের সম্পর্কে নবী দাবি না করে, অথবা দাবি করে যে সে আসমানী আরোহন করে, জান্নাতে প্রবেশ করে,জান্নাতের ফল খাই, ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট ভোটের আলিঙ্গন করে, প্রত্যেকে কাফের এবং সালামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। কেননা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বশেষ নবী তারপর কোন নবী নেই,

সুতরাং কোরআন হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি নবী নয়.তাকে নবী বলে বিশ্বাস করা কুফর পর্যায়ের গুণাহ।এ বিশ্বাস আল্লাহতালা প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি তাকে বানিয়েছেন, অথচ তিনি তাকে নবী বানাননি। এরো বিশ্বাস যদি কুফার, হয় তবে যে ব্যক্তি নবী না হ সত্ত্বেও নিজেকে নবী বলে প্রচার করে, সে কাফের সাব্যস্ত হবে। কেননা সে এ দাবী দ্বারা জানান দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে নবুয়ত দান করেছেন আল্লাহতালার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা সূরা আন নামে এ এরশাদ করেছেন -

وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوۡ قَالَ اُوۡحِیَ اِلَیَّ وَ لَمۡ یُوۡحَ اِلَیۡهِ شَیۡءٌ وَّ مَنۡ قَالَ سَاُنۡزِلُ مِثۡلَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوۡ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوۡنَ فِیۡ غَمَرٰتِ الۡمَوۡتِ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوۡۤا اَیۡدِیۡهِمۡ ۚ اَخۡرِجُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اَلۡیَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ الۡهُوۡنِ بِمَا كُنۡتُمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ غَیۡرَ الۡحَقِّ وَ كُنۡتُمۡ عَنۡ اٰیٰتِهٖ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۹۳﴾

ওয়া মান আজলামু মিমমানিফ তারা-‘আলাল্লা-হিল কাযিবান আও কা-লা ঊহিয়া ইলাইইয়া ওয়া লাম ইউহা ইলাইহি শাইয়ুওঁ ওয়া মান কা-লা ছাউনঝিলুমিছলা মাআনঝালাল্লা-হু ওয়া লাও তারাইযিজ্জা-লিমূনা ফী গামারা-তিল মাওতি ওয়াল মালাইকাতুবা-ছিতূআইদীহিম আখরিজূআনফুছাকুম আলইয়াওমা তুজঝাওনা ‘আযা-বাল হূনি বিমা-কুনতুম তাকূলূনা ‘আলাল্লা-হি গাইরাল হাক্কিওয়া কুনতুম ‘আন আয়া-তিহী তাছতাকবিরূন।

আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলেঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলেঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রুপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবেঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে।

সুরা আন’আম (৬) আয়াত ৯৩

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ;কাতাদা রহ.প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে. এ আয়াত নাযিল হয়েছে মুসাইলামা, সাজাহওয়া আসয়াদ আনসীকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করেন বলে প্রচার করেছিল।
তাই এই আয়াতে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় জালিম নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তির সতর্ক বাণী শোনানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের পরিভাষায় সাধারণত বড় জালেম বলা হয় কুফর ও শিরক কর্মে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিকে। শিরক ও কুফরী কাজেই বড় জুলুম ও অপরাধ।

﴿وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِہٖ وَ ہُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰہِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۳
ওয়া ইযকা-লা লুকমা-নুলিবনিহী ওয়া হুওয়া ইয়া‘ইজুহূইয়া-বুনাইইয়া লা-তুশরিক বিল্লা-হি ইন্নাশশিরকা লাজুলমুন ‘আজীম।
স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে চরম যুলম।

সূরা লুকমান (৩১),আয়াত ১৩

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য অনুসারে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও তাদের কথিত নবী মির্জা গোলাম আহমেদ অতি বড় জালেম ও বেইমান। মির্জা সাহেব নিজে নিজেকে নবী বলে দাবি করেছেন এবং তার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহি ও ইলহাম আসে বলে প্রচার করেছেন। তার দাবি অনুযায়ী যারা তাকে নবী বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে মুসলিম বলাসুযোগ থাকে কি,,? এবিসার দ্বারা তারা তো এই উম্মত হয়ে গেল। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত থাকলো কই? তারা যখন তার উম্মত থাকল না, তখন তারা মুসলমানও নামেও অভিহিত হতে পারে না। তারা মির্জা আহমাদি কাদিয়ানী নামেই অভিহিত তো হবে। অর্থাৎ তারা মুসলিম জাতি থেকে আলাদা স্বতন্ত্র জাতি রূপে চিহ্নিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে সাধারণভাবে মুসলিম বলে না, বরং আহমাদি মুসলিম’ জামাত বলে থাকে এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তারায় নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যার, বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে নবুয়াত দান ছাড়া নিজেই নবুওয়াতের দাবিদার হয়ে যাওয়া এমনিতেই কুফরীকর্ম। এটা খতমে নবুওয়াতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বিষয় নয়। অর্থাৎ মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব দ্বারা নবুওয়াতের সিলসিলা খতম হওয়ার আগেও যদি কেউ মনে করেন দাবি করত সেও কাফের সাব্যস্ত হতো।

:নবুয়াতকে কাসবি মনে করে তাদের সম্পর্কেসিদ্ধান্ত

যারা নবুয়াতকে (নবুয়ী দায়িত্ব ও মর্যাদাকে) কাসবি অর্থাৎ পারিশ্রমিকভিত্তিক বা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, তাদের এই ধারণা ইসলামের মৌলিক আকীদা ও নবী সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিপরীত। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এবং তারা শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করেন—তা কোনো পার্থিব স্বার্থ বা লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

এদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

1. **গোমরাহ (ভ্রান্ত) পথের অনুসারী:** যারা নবুয়াতকে কাসব (পারিশ্রমিক বা পেশা) বলে মনে করে, তারা ভ্রান্ত পথে আছে, কারণ তারা নবুয়তের পবিত্রতা ও মহত্বকে অস্বীকার করছে।

ইমানহীনতার আশঙ্কা: কেউ যদি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে নবীগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে নবুয়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাহলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ এটি নবীদের নিষ্কলুষতা (আস্মা) ও আল্লাহর মনোনয়নের অবমাননা।

2. **আকীদার উপর বড় আঘাত:** এমন ধারণা কেবল ভুল নয়, বরং তা মুসলিমদের মৌলিক বিশ্বাস—“নবুয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে দান”—এর বিরুদ্ধে যায়।

3. **ইতিহাস ও কুরআনের বিরোধিতা:** কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নবীগণ বারবার বলেছেন—**"আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর নিকটেই আছে।"** (সূরা আশ-শু'আরা, 109, 127, 145, ইত্যাদি)

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত:

এমন বিশ্বাস পোষণকারীদের ব্যাপারে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো—তাদের ভুলটি সংশোধন করা এবং সঠিক ইসলামী আকীদা বুঝিয়ে দেয়া। যদি তারা জেনে শুনে এই কুফরি ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখে, তবে তারা ইসলামের সীমার বাইরে চলে যেতে পারে।
নবুয়াতকে কাসবি মনে করা"—এটি মূলত মু'তাজিলা বা কিছু ফিলোসফিকাল র‍্যাশনালিস্ট চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা গেছে, যারা ধর্মকে পুরোপুরি যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় ফেলে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। তবে সবচেয়ে সরাসরি এ ধারণাটি পাওয়া যায় মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের কিছু বক্তব্যে, যেখানে নবুয়াতকে অনেক সময় এক ধরনের আত্মিক বা উন্নত সাধনার ফল বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যা মূলধারার ইসলামী আকীদার পরিপন্থী।

কাদের মধ্যে এমন চিন্তা দেখা যায়:

1. মু'তাজিলা (Mu'tazila):
তারা আল্লাহর বিচার-বুদ্ধি ও নৈতিকতা বিষয়ক ব্যাপারে অতিরিক্ত যুক্তিনির্ভর ছিল। কিছু চিন্তাবিদ ইঙ্গিত দিয়েছেন, নবুয়াত একটি অর্জনযোগ্য গুণ—এমন নয় যে এটি একান্তভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনয়ন।

2. কাদিয়ানী/আহমদিয়া আন্দোলন:
মির্জা গুলাম আহমদ নিজেকে 'মুজাদ্দিদ' থেকে ধীরে ধীরে 'নবি' বলে দাবি করেন। তার বক্তব্যে অনেক সময় বোঝা যায়, নবুয়াত যেন এক ধরনের আত্মিক উন্নতির ফল বা সাধনার চূড়ান্ত স্তর—যা মূলধারার ইসলামী বিশ্বাস (নবুয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি মনোনীত একটি দায়িত্ব) থেকে বিচ্যুত।

3. নিউ-এজ সুফিবাদ বা দর্শননির্ভর চিন্তাবিদদের মধ্যে:
কেউ কেউ দাবি করেছেন, নবী বা রসূল হওয়া সাধনার চূড়ান্ত ফসল বা এক ধরনের "আত্মিক স্তর"। তারা এটিকে 'নির্বাণ' বা 'পরম সত্যে পৌঁছানো'র মতো দেখাতে চায়, যা ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী ভ্রান্ত।

ইসলামী বিদ্বানদের অবস্থান:

ইমাম গাযালী, ইবনু তাইমিয়া, ইমাম তাহাভি, ইমাম আশআরি প্রমুখ স্পষ্টভাবে বলেন— "নবুয়াত অর্জনযোগ্য নয়, এটি আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত দান।" কেউ এটিকে কাসব মনে করলে তার আকীদা সংশোধন করা ফরয।

:মির্জা সাহেবের নবুয়াত দাবির

প্রমাণ

মির্জা সাহেব (মির্জা গুলাম আহমদ, ১৮৩৫–১৯০৮), কাদিয়ানী বা আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, নিজেকে “মসীহ মওউদ” (প্রতিশ্রুত মসীহ) ও “মহদি” হিসেবে দাবি করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তিনি ইলহামের মাধ্যমে নবুয়াতপ্রাপ্ত।

তাঁর নবুয়াত দাবির পক্ষে তিনি যেসব বিষয়কে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন, তার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো:

1. **ইলহাম বা ওহির দাবি:**
   তিনি বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে বারবার ওহি (দিব্যপ্রেরণা) এসেছে, যা নবুয়াতের পরিচয় বহন করে। এই ওহিগুলোর একটি অংশ তিনি তাঁর বইগুলোতে সংকলন করেছেন, যেমন "তাজকিরা"।

2. **পূর্ববাণী পূরণ:**
   তিনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বলে দাবি করেন, যেমন প্লেগ মহামারি, ভূমিকম্প, খ্রিস্টান ও হিন্দু নেতাদের মৃত্যু ইত্যাদি, যা পরে বাস্তবে ঘটেছে বলে তাঁর অনুসারীরা দাবি করে।

3. **ইসলামের বিজয় ও পুনর্জাগরণ:**
   তিনি বলেন, ইসলামের সত্যতা প্রমাণে, খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন, যেটা নবীর কাজের অন্তর্গত।

4. **শরিয়তপূর্ণ নবুয়াত নয়:**
   তিনি দাবি করেন, তিনি কোনো নতুন শরিয়ত নিয়ে আসেননি। বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে একজন "উম্মতি নবী" হিসাবে প্রেরিত

হয়েছেন।

5. **কুরআন ও হাদীস থেকে ব্যাখ্যা:**
তাঁর অনুসারীরা কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে এমন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, কিয়ামতের আগে এক নবী আসবেন — আর সেই ব্যক্তিই মির্জা গুলাম আহমদ।

তবে, মেইনস্ট্রিম ইসলামি মত অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে কোনো নবী আসতে পারে না। এ কারণে অধিকাংশ মুসলিম (সুন্নি ও শিয়া উভয়) আহমদিয়া আন্দোলনের নবুয়াত দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে।

:সাহাবায়ে কেরামের জেহাদ পরিচালনা

সাহাবায়ে কেরামের জেহাদ পরিচালনা ইসলামি ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার ও প্রতিরক্ষার জন্য জেহাদ চালিয়ে যান। এখানে তাদের জেহাদ পরিচালনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. খিলাফতে রাশেদার অধীনে জেহাদ:
আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর শাসনামলে সাহাবারা সংগঠিতভাবে জেহাদ পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে ইসলামি সীমান্ত বিস্তৃত হয় সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইরান, আফগানিস্তান পর্যন্ত।

২. মুরতাদ ও বিদআতি দমন:
আবু বকর (রা.)-এর সময় মুরতাদ ও মিথ্যা নবী দাবিদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালিত হয়। এটিকে "হারুব রিদ্দা" বলা হয়।

৩. সুবিন্যস্ত সেনাবাহিনী ও নেতৃত্ব:
সাহাবারা যুদ্ধের জন্য সুবিন্যস্ত বাহিনী গঠন করতেন, দক্ষ নেতৃত্ব দিতেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত সেনাপতি।

৪. ন্যায় ও মানবিকতা:
তাদের জেহাদ ছিল ন্যায়ভিত্তিক, নির্যাতন নয়। শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও উপাসনালয়ের ক্ষতি না করার কঠোর নির্দেশনা ছিল।

৫. ইসলামের দাওয়াত:
জেহাদের পাশাপাশি তারা ইসলাম প্রচারের ওপর গুরুত্ব দিতেন। অনেক জাতি মুসলমান হয় তাদের সদাচরণ ও দাওয়াতের প্রভাবে।

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের ব্যাপারে ইসলাম একটি সুস্পষ্ট ও কঠোর অবস্থান নিয়েছে, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের যুগে এই বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নিচে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. নবুওয়াত চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত:

কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলিমদের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী — *"খাতামুন নাবিয়্যীন"*। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না (সূরা আহযাব: ৪০)।

২. মিথ্যা নবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কিছু লোক নবুওয়াতের দাবি করে যেমন —

- **মুসায়লিমাহ আল-কাজ্জাব** (ইয়ামামার),
- **আসওয়াদ আল-আনসী** (ইয়েমেন),
- **তুলাইহা ইবন খুয়াইলিদ** (নজদ)।

আবু বকর (রা.) এদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। বিশেষ করে মুসায়লিমাহর বিরুদ্ধে **যুদ্ধ-ই ইয়ামামা** ছিল একটি বড় যুদ্ধ, যেখানে অনেক হাফিজ শহীদ হন।

৩. সর্বসম্মত মতামত:

সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করা ব্যক্তিকে **মুরতাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহী** হিসেবে গণ্য করা হবে, এবং মুসলিম রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে **আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা** গ্রহণ করবে।

৪. ইসলাম রক্ষায় কঠোরতা:

এ ধরনের ফিতনা ইসলামের মৌলিক আকীদার উপর আঘাত হানে। তাই সাহাবারা এটাকে সহ্য করেননি, বরং দমন করেছেন ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষায়।

নিচে **"নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত"** শিরোনামে একটি তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ (তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে) দেওয়া হলো:

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত

ইসলাম ধর্মে নবুওয়াত একটি পবিত্র এবং গুরুতর বিষয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না — এটি ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারগণ শুধু ধর্মীয় বিভ্রান্তিই ছড়ায় না, বরং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট করে। তাই সাহাবায়ে কেরাম এদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

১. নবুওয়াতের সমাপ্তি — কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।”

(সূরা আহযাব, ৩৩:৪০)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবী আসবে না।

---

২. রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী:

রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে বলেছেন:

“আমার পরে আর কোনো নবী নেই।”

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৫৫)

অন্য হাদিসে তিনি মিথ্যা নবীদের আবির্ভাবের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন:

“আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যা নবী আসবে, প্রত্যেকেই বলবে: আমি নবী; অথচ আমি শেষ নবী। আমার পরে আর কোনো নবী নেই।”

(আবু দাউদ, হাদিস: ৪২৫২)

---

৩. সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা:

ক. মুসায়লিমাহ আল-কাজ্জাব:

- নিজেকে নবী দাবি করেছিল।
- আবু বকর (রা.) তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান।
- **যুদ্ধ-ই ইয়ামামা**-তে সে নিহত হয়।
- এতে অনেক হাফেজ শহীদ হন, যা পরবর্তীতে কুরআন সংকলনের প্রেরণা দেয়।

খ. আসওয়াদ আল-আনসী:

- ইয়েমেনে নবুয়তের দাবি করে।

- রাসুল (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায়ই সে নিহত হয়।

গ. তুলাইহা ইবন খুয়াইলিদ:

- নিজেকে নবী দাবি করলেও পরে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে।

---

৪. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ:

- নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করা **কুফর ও মুরতাদির শামিল।**
- শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের বিরুদ্ধে **আইনানুগ কঠোর শাস্তি** প্রযোজ্য (প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড)।
- রাষ্ট্র ও মুসলিম নেতৃত্বের দায়িত্ব হয় এসব ফিতনা দমন করা।

---

৫. ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষায় পদক্ষেপ:

সাহাবারা এ বিষয়ে কোনো আপোষ করেননি, কারণ এটি আকীদার বিষয়। তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নবুওয়াতের চিরন্তন সমাপ্তি ও ইসলামের স্বচ্ছতা রক্ষা করেছেন।

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ছিল সুস্পষ্ট, ন্যায়ভিত্তিক ও দৃঢ়। ইসলামের মৌলিক আকীদা ও উম্মাহর ঐক্য রক্ষায় তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। আজও এই দৃষ্টিভঙ্গিই মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশনা।

তাদের কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

নিচে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের কিছু সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দেওয়া হলো:

---

১. মুসায়লিমাহ আল-কাজ্জাব

- **অবস্থান:** ইয়ামামা (আজকের সৌদি আরব)।
- **পরিচয়:** বনি হানিফা গোত্রের নেতা।
- **মিথ্যা দাবি:** রাসুল (সা.)-এর জীবিত অবস্থায় নিজেকে নবী ঘোষণা করে।
- **শেষ পরিণতি:** আবু বকর (রা.)-এর সময় যুদ্ধ-ই ইয়ামামায় নিহত হয়।
- **বিশেষ দিক:** সবচেয়ে প্রচণ্ড ও সংঘাতময় প্রতিপক্ষ; শত শত হাফিজ শহীদ হন।

---

২. আসওয়াদ আল-আনসী

- **অবস্থান:** ইয়েমেন।
- **পরিচয়:** জাদুকর ও সজ্জন সেজে মানুষকে প্রভাবিত করত।

- **মিথ্যা দাবি:** নবুওয়াত দাবি করে ইয়েমেন দখল করে ফেলে।
- **শেষ পরিণতি:** রাসুল (সা.)-এর আদেশে সাহাবা ফিরোজ দাইলামি তাকে হত্যা করেন।
- **বিশেষ দিক:** রাসুল (সা.) তাঁর ইন্তেকালের আগেই তার মৃত্যু সংবাদ পান।

---

৩. তুলাইহা ইবন খুয়াইলিদ

- **অবস্থান:** নজদ অঞ্চল।
- **পরিচয়:** এক সাহসী যোদ্ধা ও কবি।
- **মিথ্যা দাবি:** রাসুল (সা.)-এর শেষ জীবনে নিজেকে নবী বলে দাবি করে।
- **শেষ পরিণতি:** আবু বকর (রা.)-এর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। পরে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে।
- **বিশেষ দিক:** তাওবার পর মুসলিম বাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে; নিকট যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন।

---

৪. সাজাহ বিনতে হারিস

- **অবস্থান:** ইরাক ও আরব সীমান্ত এলাকা।
- **পরিচয়:** এক নারী কবি ও খ্রিস্টান ধর্মানুরাগী।
- **মিথ্যা দাবি:** নিজেকে নবীনি দাবি করে এবং পরে মুসায়লিমাহর সঙ্গে বিবাহ করে তার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়।
- **শেষ পরিণতি:** মুসায়লিমাহ নিহত হলে তার অনুসারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; সে ইসলাম গ্রহণ করে।
- **বিশেষ দিক:** ইতিহাসে একমাত্র নবুওয়াত দাবিকারী নারী হিসেবে পরিচিত।

মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদানি ও পরবর্তী কাহিনী

মির্জা সাহেব, অর্থাৎ **মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫–১৯০৮)** ছিলেন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি নিজেকে সময়ক্রমে **মুজাদ্দিদ, মসীহ মাওউদ (পুনরাগমনকারী ঈসা আ.) এবং নবী** বলে দাবি করেন, যা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টি করে। নিচে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

মির্জা গুলাম আহমদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবী ও ভবিষ্যদ্বাণী:

১. ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ব্যাখ্যা:

- তিনি দাবি করেন, ঈসা (আ.) মারা গেছেন এবং কুরআনে বর্ণিত 'মসীহের আগমন' আসলে তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, **তিনি নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ**।

২. নবুওয়াতের দাবি:

- প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) দাবি করলেও পরবর্তীতে বলেন, **তিনি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এক নবী**। যদিও তিনি বলেন যে তাঁর নবুওয়াত "উম্মতী" ও "আনুষ্ঠানিকতার বাইরে"।

৩. ভবিষ্যদ্বাণী ও কথিত মুজিযা:

- তিনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যার মধ্যে অনেকগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেমন:
  - **লাহোরের একটি বিয়ে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী (আথম বিবি) ব্যর্থ হয়**।
  - তাঁর চ্যালেঞ্জ করা প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল হক গজনভী জীবিত থাকেন এবং মির্জা সাহেব মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যু ও পরবর্তী কাহিনী:

১. মৃত্যু:

- তিনি ১৯০৮ সালে **লাহোরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে** মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল, কারণ তিনি একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন এবং ইসলাম তার মাধ্যমেই বিজয়ী হবে।

২. কাদিয়ানী মতবাদ প্রতিষ্ঠা:

- তাঁর অনুসারীরা **আহমদীয়া জামাত** নামে একটি আলাদা ধর্মীয় দল গঠন করে।
- দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়:
  - **লাহোরি গ্রুপ:** মির্জাকে নবী নয়, কেবল রুহানী মুজাদ্দিদ হিসেবে মানে।
  - **কাদিয়ানী গ্রুপ:** মির্জাকে নবী হিসেবে মানে, যদিও ওহীর ধরনকে আলাদা বলে দাবি করে।

৩. মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া:

- সমস্ত প্রধান ইসলামী মাজহাব ও আলিমগণ তাকে **মিথ্যা নবী ও কুফর দাবিকারী** হিসেবে ঘোষণা করেন।
- পাকিস্তান সরকার ১৯৭৪ সালে আইন করে আহমদিয়া জামাতকে **অমুসলিম ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে।**

মির্জা গুলাম আহমদের ভবিষ্যদ্বাণী ও দাবিসমূহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের একটি পৃথক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাকে বিশ্বের মূলধারার মুসলমানরা ইসলামবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর ফিতনা হিসেবে দেখে।

:নিজ জীবন মরণ সম্পর্কে মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদানি

মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁর নিজ জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পরবর্তীতে **ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত** হয়েছে। নিচে তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং সেগুলোর বাস্তব ফলাফল তুলে ধরা হলো:

---

১. দীর্ঘ জীবন লাভের ভবিষ্যদ্বাণী

দাবি:

মির্জা সাহেব বহুবার লিখেছেন যে তিনি দীর্ঘজীবী হবেন এবং তাঁর জীবনেই ইসলাম বিজয় লাভ করবে।

উক্তি:

"আল্লাহ আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি আমার জীবনকে দীর্ঘ করবেন।" (*রূহানি খাযাইন, খণ্ড ২০, পৃঃ ৪০৮*)

বাস্তবতা:

- তিনি ১৯০৮ সালে মাত্র **৭৩ বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে** মারা যান।
- মৃত্যু ঘটে **লাহোরে**, যেখানে তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ইসলামি বিজয়ের দম্ভ করেছিলেন।

---

২. মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (মক্কা বা মদীনায় মৃত্যু)

দাবি:

তিনি লিখেছিলেন, তাঁর মৃত্যু **হজরত নবী করীম (সা.)-এর মতো পবিত্র স্থানে হবে**, অর্থাৎ **মক্কা বা মদীনায়।**

উক্তি:

"আমার মৃত্যু হবে সেই পবিত্র ভূমিতে যেমনটি হয়েছিল প্রিয় নবীর।" (*রূহানি খাযাইন, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৬১*)

বাস্তবতা:

- তিনি মারা যান **লাহোরে একটি ভাড়াবাড়িতে**, কলেরা আক্রান্ত অবস্থায়।
- তাঁকে কাদিয়ানে সমাহিত করা হয়, যেটি ইসলামী দৃষ্টিকোণে "হারাম শরীফ" নয়।

---

৩. ইসলাম তাঁর মাধ্যমে বিজয়ী হবে

দাবি:

মির্জা সাহেব লিখেছেন, তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করবে।

উক্তি:

“আমি সেই ব্যক্তি, যার হাতেই ইসলামের বিজয় সম্পূর্ণ হবে।” (*তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২১*)

বাস্তবতা:

- ইসলাম তাঁর মাধ্যমে বিশ্বজয় করেনি।
- বরং, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা মূলধারার মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- আজও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তাঁর নবুয়াতের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

মির্জা গুলাম আহমদের নিজের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অধিকাংশই বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এইসব মিথ্যা দাবিই তাঁর নবুওয়াতের ভিত্তিকে দুর্বল করে, এবং ইসলামী আকীদা অনুসারে তাকে **একজন মিথ্যুক ও প্রতারক** হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিধবাকে বিবাহ করার ভবিষ্যদানি ও পরবর্তী কাহিনী

মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁর নিজ জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই পরবর্তীতে **ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত** হয়েছে। নিচে তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং সেগুলোর বাস্তব ফলাফল তুলে ধরা হলো:

---

১. দীর্ঘ জীবন লাভের ভবিষ্যদ্বাণী

দাবি:

মির্জা সাহেব বহুবার লিখেছেন যে তিনি দীর্ঘজীবী হবেন এবং তাঁর জীবনেই ইসলাম বিজয় লাভ করবে।

উক্তি:

"আল্লাহ আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি আমার জীবনকে দীর্ঘ করবেন।" (*রূহানি খাযাইন, খণ্ড ২০, পৃঃ ৪০৮*)

বাস্তবতা:

- তিনি **১৯০৮** সালে মাত্র **৭৩ বছর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে** মারা যান।

- মৃত্যু ঘটে **লাহোরে**, যেখানে তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ইসলামি বিজয়ের দম্ভ করেছিলেন।

---

২. মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (মক্কা বা মদীনায় মৃত্যু)

দাবি:

তিনি লিখেছিলেন, তাঁর মৃত্যু **হজরত নবী করীম (সা.)-এর মতো পবিত্র স্থানে হবে**, অর্থাৎ **মক্কা বা মদীনায়।**

উক্তি:

"আমার মৃত্যু হবে সেই পবিত্র ভূমিতে যেমনটি হয়েছিল প্রিয় নবীর।" (*রূহানি খাযাইন, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৬১*)

বাস্তবতা:

- তিনি মারা যান **লাহোরে একটি ভাড়াবাড়িতে**, কলেরা আক্রান্ত অবস্থায়।
- তাঁকে কাদিয়ানে সমাহিত করা হয়, যেটি ইসলামী দৃষ্টিকোণে "হারাম শরীফ" নয়।

---

৩. ইসলাম তাঁর মাধ্যমে বিজয়ী হবে

দাবি:

মির্জা সাহেব লিখেছেন, তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করবে।

উক্তি:

"আমি সেই ব্যক্তি, যার হাতেই ইসলামের বিজয় সম্পূর্ণ হবে।" (*তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২১*)

বাস্তবতা:

- ইসলাম তাঁর মাধ্যমে বিশ্বজয় করেনি।
- বরং, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা মূলধারার মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- আজও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তাঁর নবুয়াতের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

মির্জা গুলাম আহমদের নিজের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর অধিকাংশই বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এইসব মিথ্যা দাবিই তাঁর নবুওয়াতের ভিত্তিকে দুর্বল করে, এবং ইসলামী আকীদা অনুসারে তাকে **একজন মিথ্যুক ও প্রতারক** হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিধবাকে বিবাহ করার ভবিষ্যদানি ও পরবর্তী কাহিনী

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তার জীবনে বিবাহ ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কিছু বিতর্কিত ঘটনা রয়েছে। বিশেষ করে, তিনি মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়নি।

মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে বিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৮৮ সালে দাবি করেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সঙ্গে মুহাম্মদী বেগমের বিয়ের নির্দেশ এসেছে। তিনি বলেন, "বিকরুন ওয়া সাইয়্যেবুন" (বিধবা ও কুমারী) এই ইলহামের মাধ্যমে তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, যদি মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে তার বিয়ে না হয়, তাহলে তার মৃত্যু হবে। তবে, মুহাম্মদী বেগমের পরিবার এই বিয়েতে রাজি হয়নি।

পরবর্তীতে, মুহাম্মদী বেগম অন্যত্র বিয়ে করেন এবং তার স্বামী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। এদিকে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৯০৮ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনাটি তার ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ণতার প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়।

মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে বিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত না হওয়ায়, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার পূর্বের বক্তব্যে পরিবর্তন আনেন। তিনি বলেন, "যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমার মৃত্যু হবে।" তবে, তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ণতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুহাম্মদী বেগমের পরিবার পরবর্তীতে তওবা করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হন। তাদের মতে, এই ঘটনা তাদের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে কাজ করেছে।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে বিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত না হওয়ায়, তার ধর্মীয় দাবির প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে একটি বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

নবী তো নয়ই ও মিথ্যা বলে

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সংক্ষেপে:

1. মুলধারার ইসলাম অনুযায়ী নবুয়ত:

কুরআন এবং সহিহ হাদীস অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন শেষ নবী (খাতামুন নবিয়্যীন)।

সূরা আহযাব (৩৩:৪০):
"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে শেষ নবী।"

2. মির্যা গোলাম আহমদের দাবি:

তিনি নিজেকে 'মাহদী' ও 'মসীহে মওউদ' (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ঈসা/খ্রিষ্ট) দাবি করেন এবং পরে 'জরিয়তুন্নবুয়ত' অর্থে এক ধরণের নবুয়তের দাবিও করেন, যদিও আহমদীয়া সম্প্রদায় এটিকে "নতুন শরীয়তের নবুয়ত নয়" বলে ব্যাখ্যা করে।

3. মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়া:

বেশিরভাগ ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমগণ তার দাবিকে বিধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বহু মুসলিমপ্রধান দেশে তাকে ও তার অনুসারীদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (উদাহরণ: পাকিস্তানের সংবিধান, ১৯৭৪)।

4. ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত বিতর্ক:

যেমন আপনি উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহ নিয়ে তার করা ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়নি, যা অনেকের কাছে তার দাবির মিথ্যা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।

কাদিয়ানী কালেমা

ইসলামের মূল শিক্ষানুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। মির্যা গোলাম আহমদের নবুয়তের দাবি এবং তার কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ণতা তাকে অধিকাংশ মুসলিমের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী।

মির্জা সাহেবের অসত্য কথনের দৃষ্টান্ত

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫–১৯০৮) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও দাবির মধ্যে অসত্যতা ও আত্মবিরোধের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যা তাকে মুসলিম সমাজে মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

---

১. আব্দুল্লাহ আতহামের মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছিলেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতা আব্দুল্লাহ আতহাম ১৮৯৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তিনি ১৮৯৬ সালে জীবিত অবস্থায় মারা যান। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবায়িত হয়নি, যা তার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করে।

---

২. মক্কা বা মদিনায় মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছিলেন যে, তিনি মক্কা বা মদিনায় মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু তিনি ১৯০৮ সালে লাহোরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এছাড়া, তিনি কখনো হজ্ব বা ইতিকাফ করেননি।

---

৩. মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

মির্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছিলেন যে, মুহাম্মদী বেগমের সঙ্গে তার বিবাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কিন্তু তিনি কখনো তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি, যা তার ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে।

---

৪. আত্মবিরোধী বক্তব্য

মির্জা গোলাম আহমদ একদিকে দাবি করেছিলেন, "আমি নবুয়ত দাবি করতে পারি না, কারণ আমি ইসলাম ত্যাগ করতে চাই না।" অন্যদিকে, তিনি নিজেকে নবী ও রসূল হিসেবে দাবি করেছিলেন। এই আত্মবিরোধী বক্তব্য তার মিথ্যাবাদিতা ও দ্বিধাবোধের প্রমাণ।

---

৫. ইসলামের নবুয়ত সম্পর্কিত বিতর্কিত মন্তব্য

মির্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছিলেন, "সব নবী আমার আগমনে জীবিত হয়ে উঠেছে, এবং প্রত্যেক রসূল আমার চাদরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।" এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে মানা হয়।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিভ্রানত

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করতে হলে আগে বুঝতে হবে তারা কী বিশ্বাস করে এবং কেন তা ইসলামের মূলধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হয়। কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে "আহমদীয়া মুসলিম জামাত" নামে পরিচিত করে, এবং তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে একজন "মাহদী" এবং "মসীহে মওউদ" হিসেবে মানে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি – ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে

১. নবুয়তের দাবি

মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে এক পর্যায়ে "নবি" এবং "রসূল" বলে দাবি করেন।

অথচ কুরআন স্পষ্ট করে বলে:
“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে শেষ নবী।”
— (সূরা আহযাব, ৩৩:৪০)

ইসলামের মূল আকিদা অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসবে না।

২. ভবিষ্যদ্বাণীর মিথ্যাচার

মুহাম্মদী বেগম, আব্দুল্লাহ আতহাম, ও নিজের মৃত্যুস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তার একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামে, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কখনো সত্যিকারের নবী হতে পারেন না।

৩. ইসলামবিরোধী বক্তব্য

মির্জা গোলাম আহমদের রচনায় তিনি সাহাবীদের সম্বন্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।

কখনো কখনো নিজেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন।

৪. কুরআনের ব্যাখ্যা বিকৃতি

কাদিয়ানীরা অনেক আয়াতকে মূল ব্যাখ্যা থেকে সরে গিয়ে কেবল মির্জা সাহেবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে দাবি করেন, যা তাফসির শাস্ত্রের পরিপন্থী।

৫. আন্তর্জাতিক মুসলিম মতামত

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে।

ওআইসি এবং বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশের ফতোয়া ও ধর্মীয় বোর্ড তাদেরকে মুসলিম বিবেচনা করে না।

বিষয় কাদিয়ানী বিশ্বাস ইসলামের মূল বিশ্বাস

নবুয়ত মির্জা আহমদ নবী মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী
মাহদী ও মসীহ মির্জা আহমদ মাহদী আসবেন, ঈসা (আ.) ফেরত আসবেন
ভবিষ্যদ্বাণী একাধিক মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা হয় না
উম্মত নিজেদের "সত্য মুসলিম" দাবি মুসলিম উম্মাহ তাদের অমুসলিম বলে মনে করে।

হযরত ঈসা আঃ সালামের মোজেজা সমূহকে অস্বীকার

মির্জা গুলাম আহমদ (১৮৩৫–১৯০৮) ছিলেন আহমদিয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি নিজেকে মসীহ ও মাহদী হিসেবে দাবি করেছিলেন। তাঁর এই দাবির ফলে তিনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। তাঁর কিছু বক্তব্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাসমূহের প্রতি সংশয় প্রকাশ পেয়েছে, যা ইসলামের মূল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

মির্জা গুলাম আহমদের বক্তব্য

মির্জা গুলাম আহমদ তাঁর গ্রন্থ "বরাহিন-ই-আহমদিয়া"তে নিজেকে মসীহ হিসেবে দাবি করেন। তিনি বলেন, ঈসা (আঃ) তাঁর সময়ে মৃত ছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থান অলৌকিক নয়, বরং প্রাকৃতিকভাবে ঘটেছিল। তিনি ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাসমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ঈসা (আঃ) তাঁর সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগামী ছিলেন এবং তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড, যেমন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিফলন। তাঁর মতে, ঈসা (আঃ)-এর মৃতদের জীবিত করা ছিল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, অলৌকিক নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে

ইসলামে ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাসমূহ স্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যেমন:

মাটির পাখি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলে তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যাওয়া (সূরা আলে ইমরান 3:49)।

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা।

মৃতকে জীবিত করা।

আসমান থেকে খাদ্য নাজিল করা।
নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মোজেজাসমূহের প্রতি সংশয় বা অস্বীকার ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের বিরোধী।

মির্জা গুলাম আহমদের ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাসমূহের প্রতি সংশয়পূর্ণ বক্তব্য ইসলামের মূল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামে ঈসা (আঃ)-এর মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁর এই ধরনের বক্তব্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

মির্জা গুলাম আহমদ (১৮৩৫–১৯০৮), আহমদিয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের প্রতি কিছু বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তাঁর কিছু বক্তব্যে আল্লাহর গুণাবলী ও অবস্থান সম্পর্কে ইসলামের প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে অমিল রয়েছে।

মিযা সাহেব বলেন আল্লাহ ঘুমান

আল্লাহর ঘুমানোর বিষয়

মির্জা গুলাম আহমদ তাঁর গ্রন্থ "আল-ইস্তিফা"তে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে অবস্থান করেন, তাঁর সাথে দাঁড়ান, রোজা রাখেন এবং ইফতার করেন। এছাড়া, তিনি আল্লাহকে 'সেমেন' বা বীর্য ধারণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের বক্তব্য ইসলামি আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ ইসলামে আল্লাহর কোনো শারীরিক গুণাবলী বা মানবীয় বৈশিষ্ট্য অর্পণ করা শিরক হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে

ইসলামে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তিনি ঘুমান না এবং কখনো অলস হন না" (সূরা আল-বাকারাহ ২:২৫৫)। এছাড়া, হাদিসে এসেছে, "আল্লাহ কখনো ঘুমান না, তাঁর চোখ বন্ধ হয়, কিন্তু তাঁর হৃদয় কখনো ঘুমায় না" (সহীহ মুসলিম)। এই আয়াত ও হাদিসসমূহ আল্লাহর অমানবিকতা ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ।

মির্জা গুলাম আহমদের আল্লাহ সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা তাঁর অমানবিকতা ও অসীম ক্ষমতা প্রতিফলিত করে। এই ধরনের বিতর্কিত বক্তব্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

কাদিয়ানী কালেমা

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কালেমা বা ধর্মীয় ঘোষণা ইসলামের মূল বিশ্বাসের সাথে কিছু মৌলিক পার্থক্য ধারণ করে, যা তাদের ইসলামের মূলধারার মুসলমানদের থেকে আলাদা করে।

কাদিয়ানী কালেমা: মৌলিক পার্থক্য

কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের কালেমা বা ধর্মীয় ঘোষণা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল) শব্দসমূহ ব্যবহার করলেও, এর অর্থ ও মর্মে কিছু মৌলিক পরিবর্তন রয়েছে। তারা বিশ্বাস করেন যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনর্জন্ম হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন এবং তিনি "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" শব্দের মাধ্যমে নিজেকে উদ্দেশ্য করেন। অর্থাৎ, তাদের মতে, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" মানে "মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রাসূলুল্লাহ"।

ইসলামের দৃষ্টিতে

ইসলামে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" শব্দসমূহের অর্থ হলো, "মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল"। কোনো নবী বা রাসূলের পুনর্জন্ম বা নবুওয়াতের দাবি ইসলামের মূল বিশ্বাসের বিরোধী। মুহাম্মদ (সা.)-এর পর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না, এটি ইসলামের মৌলিক আকীদা। তাহলে, কাদিয়ানীদের এই বিশ্বাস ইসলামের মূল আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কালেমা শব্দসমূহ ইসলামের মূল বিশ্বাসের সাথে কিছু মৌলিক পার্থক্য ধারণ করে, যা তাদের ইসলামের মূলধারার মুসলমানদের থেকে আলাদা করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" মানে "মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রাসূলুল্লাহ", যা ইসলামের মূল আকীদার বিরোধী।

মির্জা আহমেদের শারীরিক সমস্যা

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি শৈশব থেকেই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিস্টিরিয়া, ডায়াবেটিস, মস্তিষ্কের বিকৃতি, মাথাব্যথা এবং অনিদ্রা। তিনি তার অসুস্থতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা নিজেই তার রচনাবলিতে উল্লেখ করেছেন। ১৯০৮ সালের ২৫ মে, লাহোরে অবস্থানকালে তার পাতলা পায়খানা শুরু হয় এবং ২৬ মে মঙ্গলবার তিনি মারা যান। তার লাশ কাদিয়ানে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ২৭ মে কাদিয়ান গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

তিনি মৃত্যুকালে ৭৩ বছর ৩ মাস বয়সী ছিলেন। তার মৃত্যু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘটে, যা তার অনুসারীদের জন্য এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মৃত্যুর পূর্বে মিরজা সাহেব দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেটের অসুখ, পাতলা পায়খানা, ডায়াবেটিস, মস্তিষ্কের বিকৃতি, মাথাব্যথা ও অনিদ্রা। লাহোরে অবস্থানকালে তার অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুর দিন সকালে তিনি পাতলা পায়খানায় আক্রান্ত হন এবং সকাল ১০টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পবিত্র লাশ কাদিয়ানে নিয়ে আসা হয় এবং ২৭ মে তাকে কাদিয়ান গ্রামে দাফন করা হয়।

মিরজা সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে তার অনুসারীরা দাবি করেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তার মৃত্যুর সময় ও স্থানের পূর্বাভাস। তবে, তার বিরোধীরা দাবি করেন যে, তার মৃত্যু মুবাহালার (দ্বন্দ্বমূলক দোয়া) ফলস্বরূপ ঘটে। তারা বলেন, মিরজা সাহেব আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতস্বরির সাথে মুবাহালায় লিপ্ত হন এবং যে মিথ্যাবাদী হবে, সে আগে মারা যাবে। অবশেষে, মিরজা সাহেব কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান, যা তার বিরোধীদের মতে তার মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ।

মিরজা সাহেবের মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন মতামত ও বিতর্ক রয়েছে, যা তার অনুসারী ও বিরোধীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর, তার পুত্র মির্জা বশির আহমদ (১৮৯৩–১৯৬৩) তার পিতার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কিছু বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেমন পিতার অসুস্থতা, চিকিৎসা গ্রহণ এবং মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা। তবে, তার পিতার মৃত্যুর কারণ বা শারীরিক সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য তিনি সরাসরি উল্লেখ করেননি।

মির্জা বশির আহমদ তার পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "সীরাতুল মাহদি" (Seeratul Mahdi), যা মির্জা গোলাম আহমদের জীবন ও কর্মের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। এই গ্রন্থে তিনি তার পিতার শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা এবং মৃত্যুর সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

তবে, মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর কারণ বা তার শারীরিক সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তার মৃত্যুর পর, তার পুত্র মির্জা বশির আহমদ তার পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু এসব গ্রন্থে তার পিতার মৃত্যুর কারণ বা শারীরিক সমস্যার বিষয়ে সরাসরি কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, কিছু সূত্রে বলা হয়েছে যে, তার মৃত্যুর কারণ ছিল তার পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়েছিল। তবে, তার পুত্র মির্জা বশির আহমদ এই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেননি।

মির্জা আহমদের জলসা

কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মেলন, যা "জলসা সালানা" নামে পরিচিত, একটি ধর্মীয় সমাবেশ যেখানে সদস্যরা ধর্মীয় শিক্ষা, ঐক্য ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এই জলসাগুলো সাধারণত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা ও মতবিরোধের কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

যেমন, ২০২৩ সালের মার্চে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা উপলক্ষে স্থানীয় মুসল্লিদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যাতে দুইজন নিহত ও অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। এছাড়া, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে জলসা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

এদিকে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশনে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-প্রধান হযরত মিরজা মসরূর আহমদ (আই.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, "মুসলমানদের আনন্দে উদ্বেলিত হওয়া উচিত যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ এসে গেছে।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও আহমদিয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মিরজা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ভবিষ্যৎবাণী যেভাবে পূর্ণ হচ্ছে তা জামা'তের সত্যতার প্রমাণ।"

এই জলসাগুলোতে ধর্মীয় আলোচনা, শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়, যা সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বৃদ্ধি করে।

মিযা সাহেবের গালাগাল অশ্লীলকথন

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বেলাগাম কথা বলতেন। তিনি গালাগাল করতেও ছিলেন অকন্ঠ। প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে তিনি যেসব অশ্লীল কথা বলতেন, কাজে কোন সাধারণ লোকের পক্ষেও অশাব্য।তার কোন নমুনা উল্লেখ করাও রীতিমতো লজ্জার ব্যাপার। তার চেয়ে বরং তার কিছু গালাগালি দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক উপলক্ষে করে বলেন।

দুশমন আমাদের মাঠ ময়দানের শুয়োর হয়ে গেছে তাদের মহিলারাও কুত্তিকেও হার মানিয়েছে।

তিনি আরো বলেন :যে ব্যক্তি আমাদের বিজয়ের বিশ্বাসী নয়, পরিস্কার মনে করতে হবে তার হারামজাদা হওয়ার আগ্রহ আছে। তার জন্ম বৈধভাবে হয়নি।

সহি বুখারী, হাদিস নাম্বার ৪৮ সহীহ মুসলিম (৬৪) ১১৬

২৮: কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বক্তব্য

কাদিয়ানী সম্প্রদায়, যাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতও বলা হয়, ১৮৩৫ সালে ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলের কাদিয়ান শহরে মির্জা গোলাম আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও ইসলামের মূল আকিদার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের মৌলিক অমিল রয়েছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মূল বিশ্বাসসমূহ:

1. নবুওয়াতের দাবি: গোলাম আহমদ নিজেকে নবী ও মসীহ দাবি করেন, যা ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের বিরোধী।

2. কুরআন ও হাদিসের বিকৃতি: তারা গোলাম আহমদের লিখিত 'আল-কিতাবুল মুবীন' কুরআনের সমপর্যায়ের গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্যান্য হাদিসকে অগ্রাহ্য করে।

3. জিহাদ ও শরীয়তের অস্বীকৃতি: গোলাম আহমদ জিহাদকে হারাম ঘোষণা করেন এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানান।

4. মুসলিমদের থেকে আলাদা পরিচয়: তারা নিজেদেরকে নতুন ধর্ম ও শরীয়তের অনুসারী মনে করে এবং কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীদের অবস্থা:

ইসলামের শাস্ত্রসমূহ অনুযায়ী, নবুওয়াতের শেষতা প্রতিষ্ঠিত। মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোনো নবীর আগমন সম্ভব নয়। গোলাম আহমদের নবুওয়াতের দাবি ইসলামের মৌলিক আকিদার বিরোধী হওয়ায়, ইসলামী স্কলারগণ তাকে কাফের ও পথভ্রষ্ট হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে:

বাংলাদেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় বিতর্ক ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩ সালে রাঙামাটি জেলার লংগদু ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় তাদের ধর্মান্তকরণ

প্রচেষ্টার প্রতিবাদে স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

এছাড়া, ২০২৩ সালে পঞ্চগড় শহরে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন মুসল্লী নিহত ও প্রায় ৭০ জন আহত হন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড ইসলামের মূল আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের নবুওয়াতের দাবি ও অন্যান্য বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় বিতর্ক ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের কার্যক্রমের প্রতি সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

২৯: কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সংক্রান্ত বিষেষ কয়েকটি মাসআলা

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আকিদা অনুযায়ী তাদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করা যাবে কি না?

মাসআলা: না।
কারণ: মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে নবী ও মসীহ দাবি করায়, তিনি ইসলামে "খাতামুন্নাবিয়্যিন" (শেষ নবী) মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেছেন। এ কারণে উম্মতের ঐকমত্য অনুযায়ী কাদিয়ানীরা ইসলামের বাইরে।
দলিল:

> "লা নَبِيَّ بَعْدِي" — "আমার পরে কোনো নবী নেই।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

---

২. কাদিয়ানীদের পেছনে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

মাসআলা: না।
কারণ: ঈমান ও আকিদার বিচারে তারা মুসলমান নয় বলে গণ্য, তাই তাদের পেছনে নামাজ আদায় করা বাতিল।

---

৩. কাদিয়ানীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে কি?

মাসআলা: যাবে না।
কারণ: তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়, তাই মুসলিম নারীর জন্য তাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম।

---

৪. কাদিয়ানীদের সালাম দেওয়া বা তাদের সালামে জবাব দেওয়া যাবে কি?

মাসআলা: প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। যদি তারা আগে সালাম দেয়, তবে "ওয়াআলাইকম" বলা যাবে।
দলিল: (মুসলিম শরীফে আছে) রাসূল (সা.) ইহুদিদের সালামে এভাবেই জবাব দিতেন।

---

৫. কাদিয়ানীদের জানাজায় অংশ নেওয়া বা দাফনে সহযোগিতা করা যাবে কি?

মাসআলা: না।
কারণ: মুসলমানদের জানাজা ও দাফন কাফন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।

---

৬. কাদিয়ানী বই-পুস্তক, বক্তৃতা বা দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?

মাসআলা: যাবে না।
কারণ: এতে ঈমানের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। মুসলিমদের জন্য কাদিয়ানীদের বই থেকে দূরে থাকা ফরয।

---

৭. কাদিয়ানীদের সঙ্গে সামাজিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়া যাবে কি?

মাসআলা: সাধারণ সামাজিকতা সীমিত পর্যায়ে রাখা গেলেও ধর্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জায়েয নয়।
দলিল: আল্লাহ বলেন—

> “তোমরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।” (সুরা আলে ইমরান: ২৮)

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কয়েকটা গনথের পরিচিতি

কাদিয়ানী (আহমদীয়া) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলোতে তিনি তার নবুওয়াত, আত্মপ্রকাশ এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন। নিচে তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত গ্রন্থের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো:

---

১. বরাহিনে আহমদীয়া (Barahin-e-Ahmadiyya)

ভাষা: উর্দু
পর্যায়: ৫ খণ্ড
বিষয়বস্তু:

ইসলামের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা,

নিজেকে মুজাদ্দিদ হিসেবে পরিচয়,

পরবর্তীতে নবুওয়াত দাবি—এই বইয়ের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

এটি তার সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাথমিক গ্রন্থ।

---

২. তাযকিরা (Tadhkirah)

ভাষা: উর্দু (অনুবাদ: ইংরেজি, বাংলা)
বিষয়বস্তু:

মির্জা গোলাম আহমদের কথিত “ওহি” বা এলহাম (আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া কথিত বার্তা)।

কাদিয়ানীরা এই গ্রন্থকে পবিত্র গ্রন্থের মতোই মর্যাদা দেয়।
সমালোচনা:

এতে বহু ইসলামবিরোধী ও বিতর্কিত উক্তি রয়েছে। যেমন তিনি নিজেকে “ইসা”, “মরিয়ম”, এমনকি “মুহাম্মদ” বলেও দাবি করেছেন।

---

৩. তৌজি-ই মারাম (Tauzih-e-Maram)

ভাষা: উর্দু
বিষয়:

খ্রিষ্টান ধর্মের সমালোচনা ও ইসলাম প্রচার।

নিজেকে ঈসা (আ.)-এর আগমন রূপে পরিচয় প্রদান।

---

৪. হাকীকাতুল ওহি (Haqiqatul Wahi)

অর্থ: ওহির বাস্তবতা
বিষয়বস্তু:

এই বইতে তিনি দাবি করেন, তার প্রতি অহি নাযিল হয়।

ইসলামের মূল বিশ্বাসে ওহি কেবল নবীর জন্য নির্দিষ্ট, তাই এটি স্পষ্ট কুফর মতবাদ।

---

৫. নাজুলুল মাসীহ (Nazulul Masih)

বিষয়:

ইসা (আ.)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে তার মতবাদ।

নিজেকে সেই আগত "মসীহ" হিসেবে দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন।

---

৬. ফাতহে ইসলাম (Fath-e-Islam)

অর্থ: ইসলামের বিজয়
বিষয়:

তার দাওয়াতের উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যদ্বাণী।

---

৭. কিসতায়ে সুদনা (Kishti-e-Nuh)

অর্থ: নূহ (আ.)-এর নৌকা
বিষয়:

আধ্যাত্মিক রক্ষা ও তার অনুসরণে মুক্তির পথ উপস্থাপন।

বিশেষ মন্তব্য:

এইসব গ্রন্থে এমন বহু বক্তব্য আছে যা মুসলিম আকিদার পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ:

তিনি দাবি করেছেন:

> "আমি মুহাম্মদ ও আহমদের ছায়া—আমি নিজেই মুহাম্মদ (সা.) হয়ে এসেছি।"
(হাকীকাতুল ওহি)

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনে না, সে ঈমানদার নয়।"
(তাযকিরা)

উপসংহার : কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলামের একটি বিতর্কিত শাখা, যারা কিছু মৌলিক বিশ্বাসে প্রচলিত ইসলামী ধারা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে। এই মতভেদ থেকেই তাদের নিয়ে মুসলিম সমাজে দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় সহনশীলতা বজায় রেখে, সত্য-মিথ্যার যাচাই কুরআন-সুন্নাহর আলোকে করাই একজন মুসলিমের কর্তব্য।